তারিখ ... 03 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...১... ......

যুগান্তর

'স্কুলছাত্র শীর্ষেন্দুর চিঠি'

পায়রা নদীতে সেই সেতুর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

পটুয়াখালীর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাসকে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পায়রা নদীতে সেতু নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ সেতুর নির্মাণস্থল পর্যবেক্ষণের জন্য যাচ্ছে ৭ সদস্যের একটি পর্যবেক্ষক দল। সেতু মন্ত্রণালয়ের এ পর্যবেক্ষক দলটি সেতু নির্মাণস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করবে। পটুয়াখালী সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১৮ অক্টোবর ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে অফিস আদেশ দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা হলেন— সেতু বিভাগের যুগ্ম সচিব আলীম উদ্দিন আহমেদ, সেতু বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী কবির আহমেদ, যুগ্ম সচিব

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

সেই সেতুর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মো. সামসুজ্জামান, উপসচিব মো. রেজাউল হায়দার, মো. জাকির হোসেন, সেতু বিভাগের দুই নির্বাহী প্রকৌশলী ওহিদুজ্জামান ও মো. আবুল হোসেন। তাদের পরবর্তী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে সেতুর স্থান পরিদর্শন করে সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস। তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ। গ্রামের বাড়ি যাতায়াতের পথে পায়রা নদী পার হতে হয়। কিন্তু পায়রা নদীতে সেতু না থাকায় প্রতিবারই তাকে দুর্ভোগে পড়তে হয়। এ দুর্ভোগ লাঘবে ১৫ আগস্ট শীর্ষেন্দু পায়রা নদীতে একটি সেতু নির্মাণের অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখে। পরে তার মা শিলা রানী চিঠিটি ডাকে প্রেরণ করেন।